1.'বামাবোধিনী পত্রিকায়' সমকালীন সমাজের কিরূপ প্রতিফলন ঘটেছে?

ঊনিশ শতকে বাংলায় যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার মূল প্রতিপাদ্য। বিষয় ছিল নারী শিক্ষা এবং নারী মুক্তি আন্দোলন। এই নারী শিক্ষা এবং নারী মুক্তি আন্দোলন ছিল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এমনই এক উদ্দেশ্যে উমেশ চন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় যেমন নারী শিক্ষার কথা বলা হয় তেমনি এই পত্রিকার মাধ্যমে নারীরা তাদের সাহিত্য-সাধনার সুযোগ পেত। বিশিষ্ট লেখিকা মানকুমারী বসু ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

2. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' কেন ব্যতিক্রমী পত্রিকা?

উনিশ শতকের সংঘবদ্ধতার প্রধান অভিমুখ ছিল সংবাদপত্র। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ছিল একটি ব্যতিক্রমী সাময়িকপত্র। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ,তার প্রকৃত নাম ছিল হরিনাথ মজুমদার। গ্রামীণ সমাজ এবং গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস সম্পাদক মহাশয় এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।
এই পত্রিকায় যেমন ছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী তেমনি জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধেও কষাঘাত হেনেছিল এই পত্রিকার সম্পাদক। দুঃখের কথা, অর্থাভাবে প্রত্রিকাটি বাইশ বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

১। ধর্ম তথা সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবদান কি ?

উত্তর : বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবদান উল্লেখযোগ্য ।পূর্ব পুরুষের ধর্মের প্রতি তিনি খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন।তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম প্রচারের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছিলেন। পরে তিনি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। কিন্তু কেশব চন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং অনুগামীদের নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন।যদিও পরে এই সমাজ থেকে পদত্যাগ করেন।শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মনের মাষুষ ছিলেন।তিনি সমাজ সংস্কারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।স্ত্রী শিক্ষা ও নারী জাতির উন্নতিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পুরীতে দেহত্যাগ করেন।

২। রাজা রামমোহন রায়কে বাংলার"নবজাগরনের অগ্রদূত " বলা হয় কেন ?

উত্তর : উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরনের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয়। কারণ তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। নারী জাতির উন্নতি বিধান তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল । তিনি জাতিভেদ প্রথা ,অস্পৃশ্যতা বিরোধী ছিলেন। এমন কি তিনি আচার সর্বস্ব হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করে একেশ্বরবাদ ও নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনার কথা বলেছিলেন।এর জন্য তিনি ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তন করে এই নিষ্ঠুর প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল ।এইভাবে রাজা রামমোহন রায় কুসংস্কার দূর করে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন।তাই তাঁকে নবজাগরনের অগ্রদূত বলা হয়।